Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed International Journal
(Fulfilled Suggests Parametres of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:6(2), June: 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সমস্যা: ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্ত

ড. দিবাকার মান্না

সহকারী অধ্যাপক,

তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজ, তারকেশ্বর, হুগলী।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ে **'মন'** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনার স্থান জুড়ে রয়েছে। বিশেষ করে, **"মন কি একটি ইন্দ্রিয়, নাকি ইন্দ্রিয় নয়?"**— এই প্রশ্নটি ভারতীয় দর্শনে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সংক্রান্ত এক জটিল সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় মতবাদ গড়ে উঠতে দেখা যায়। একদল দার্শনিক মনকে স্বতন্ত্র একটি ইন্দ্রিয়রূপে স্বীকার করেছেন; অপরদিকে অন্য দল মনকে ইন্দ্রিয় হিসেবে মানতে একেবারেই নারাজ।

তবে সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণে, মন-ইন্দ্রিয়ত্ববাদী ন্যায় ও বৈশেষিকগণের মতবাদকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ, অন্যান্য সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক আলোচনার তুলনায় ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত অনেক বেশি বাস্তবসম্মত, প্রামাণিক এবং যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এই দার্শনিক আলোচনার ধারাবাহিকতা ও পারিপাট্য অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থেই মতবাদটির গভীর তাৎপর্য বিশদভাবে আলোচনা করার অবকাশ রয়েছে।

বেদান্তপরিভাষা গ্রন্থ কর্তৃক মনের অনিন্দ্রিয়ত্ব-কথন

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রকৃত বেদান্তপরিভাষা গ্রন্থে গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে মন বা অন্তঃকরণের অনিন্দ্রিয়ত্ব উপদেশ করেছেন।

অদ্বৈত মতে, জীব স্বরূপতঃ আত্মা এবং আত্মা হলেন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নির্গুণ নির্বিকারতত্ত্ব। বস্তুতঃ এই কারণেই জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি অদ্বৈত মতে, আত্মার গুণ হতে পারে না। কিন্তু 'অহম্ জানামি', 'অহম্ ইচ্ছামি' ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অনুভবে জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতিকে আত্মগতধর্ম বলেই বোধ হয়। নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানেচ্ছাদিকে সংসারাবদ্ধ জীবাত্মাতে সমবেত বিশেষ গুণ বলেই মনে করেন। স্বয়ং মহর্ষি গৌতম ১/১/১০ ন্যায়সূত্রে[1] ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান প্রভৃতিকে আত্মাশ্রিতগুণ বলেই নির্দেশ করেছেন।

অদ্বৈতীগণ কিন্তু আত্মাকে নির্গুণ বলে স্বীকার করেন এবং জ্ঞানেচ্ছাদির আত্মধর্মত্ব অস্বীকার করেন। অদ্বৈত মতে, তৎসমস্তই হল অন্তঃকরণ বা মনের ধর্ম। অদ্বৈতীর এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে গিয়েই পরিভাষাকার বলেছেন,

[1] সূত্র: ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্। (১/১/১০)।।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed International Journal
(Fulfilled Suggests Parametres of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:6(2), June: 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

"অত এব কামাদেরপি মনোধর্মত্বম্।"

অদ্বৈত মতে, অজ্ঞান বশতঃই আমাদের সুখ দুঃখাদিকে আত্মগতধর্ম বলে বোধ হয়। লৌহপিন্ড যখন দাহকর্তা বহ্নির সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন বহ্নির ধর্ম ওই দাহকর্তৃত্ব লৌহপিন্ডে আরোপিত হয়। সেই সময়ে আমরা **'অয়ো দহতি'**, এরূপ ব্যবহার সততঃ করে থাকি। একই ভাবে শুদ্ধ চিৎ স্বভাব নির্গুণ নির্বিকার আত্মার সঙ্গে অন্তঃকরণ বা মনের ঐক্যের অধ্যাস বা ভ্রম হলে আত্মাতেও অন্তঃকরণের ধর্ম সুখাদির অধ্যাস হয়ে থাকে। অতএব অজ্ঞান বশতঃই আমরা 'অহম্ সুখী', 'অহম্ দুঃখী' ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। এইভাবেই অদ্বৈত বেদান্তে জ্ঞানেচ্ছা প্রভৃতি গুণের মনোধর্মত্ব উপদিষ্ট হয়েছে।

অদ্বৈতীর পূর্বোক্ত মতের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িক একটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি উত্থাপন করেন। ন্যায় মতে, মনের দ্বারা জ্ঞান সুখ, দুঃখাদির প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু জ্ঞানেচ্ছাদি যদি সেই মন বা অন্তঃকরণের ধর্ম হয়, তবে সুখ দুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা হয় না। নৈয়ায়িক আরও বলেন যে, অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় হলে তা অতীন্দ্রিয় হবে এবং অতীন্দ্রিয় অন্তঃকরণে আশ্রিত সুখ-দুঃখাদিও অতীন্দ্রিয়ই হবে। তা যদি হয়, তবে সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ সম্ভব হবে না। অথচ অহম্ সুখী, অহম্ দুঃখী এভাবে আত্মা এবং তদ্গত গুণাদির প্রত্যক্ষ হয়।

নৈয়ায়িকের পূর্বোক্ত আপত্তির উত্তরে বেদান্ত পরিভাষাকার অতঃপর বললেন-

"ন তাবদন্তঃকরণমিন্দ্রিয়মিত্যত্র মানমস্তি।"

পরিভাষাকারের বক্তব্য এই যে, অন্তঃকরণ বা মন যদি ইন্দ্রিয় হতো তবেই নৈয়ায়িকের পূর্বোক্ত আপত্তি সঙ্গত হত। কিন্তু অন্তঃকরণ যে ইন্দ্রিয় তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই।

অন্তঃকরণের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রমাণ করবার জন্য অতঃপর বলা যেতে পারে - **মনঃ-ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণীতি ভগবদ্গীতাবচনং প্রমাণমিতি চেৎ।**

পূর্বপক্ষীর বক্তব্য হল ভগবদ্গীতা বাক্য থেকে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রমাণ সিদ্ধ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতা মধ্যে পঞ্চদশ অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে বলেছেন-

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।"

অর্থাৎ জীবলোকে জীবসকল আমরাই সনাতন অংশ হতে জাত। জীবভূত এই অংশ, প্রকৃতি হতে মন ও পাঁচটি ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করে থাকে।

পূর্বপক্ষীর এহেন বক্তব্যের উত্তরে পরিভাষাকার অতঃপর বললেন-

"ন অনিন্দ্রিয়েণাপি মনসা ষট্ত্ব-সংখ্যা-পূরণাবিরোধাৎ।"

পরিভাষাকারের বক্তব্য হল, গীতা মধ্যে যখন মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে, তখন তার দ্বারা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, অনিন্দ্রিয় মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গত ষট্ত্ব সংখ্যার পূরণে কোন বিরোধ হয় না। যে বস্তুটি যে জাতীয় বস্তুর সংখ্যা পূরণ করবে, সেই পূরক বস্তুটিও যে তজ্জাতীয়ই হবে এরূপ কোন নিয়ম নাই-

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed International Journal
(Fulfilled Suggests Parametres of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:6(2), June: 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

ন হীন্দ্রিয়গত-সংখ্যা-পূরণমিন্দ্রিয়েনৈবেতি নিয়মঃ।

দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিভাষাকার নিজ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন।[2] **"যজমান-পঞ্চমা ইড়াং ভক্ষয়ন্তি"**। - এই স্থলে অ-ঋত্বিক্ যজমানের দ্বারা ঋত্বিক্-গত পঞ্চত্ব সংখ্যার পূরণ দেখা যায়। শ্রুতি যখন যজমান পঞ্চমাঃ - এরূপ বলেছেন, তখন বুঝতে হবে যে, যজমান ঋত্বিক্ নয়। অথচ এই স্থলে ঋত্বিক্ না হওয়া সত্ত্বেও ঋত্বিক্গত পঞ্চত্ব সংখ্যার পূরণ হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আরও একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হয়েছে। মহাভারত বেদ না হলেও বেদগত পঞ্চত্ব সংখ্যার পূরণে মহাভারতকেও গৃহীত হতে দেখা যায়। অনেক সময় মহাভারত পঞ্চমবেদ বলে উল্লেখিত হয়। পূর্বোক্ত সমস্ত দৃষ্টান্তের সহায়ে পরিভাষাকার এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করছেন যে, অনিন্দ্রিয় মন বা অন্তঃকরণের দ্বারা ইন্দ্রিয়গত সংখ্যা পূরণ হতে পারে। অতএব গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলেছেন, তখন ইন্দ্রিয়গত সংখ্যা-পূরণই তাঁর উদ্দেশ্য সেকথা বুঝতে হবে। গীতাবাক্যকে মনের ইন্দ্রিয়ত্বে প্রমাণ বলা যায় না।

সংশ্লিষ্ট স্থলে শেষ কথা এই যে, কঠোপনিষধ প্রভৃতি শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়বর্গের উপদেশ করে পরে মনের উপদেশ থাকায় একথা সিদ্ধ হয় যে, মন ইন্দ্রিয় নয়। যেমন মুন্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে,

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। (২/১/৩)

কঠোপনিষদ্ এ বলা হয়েছে,

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ (১/৩/১০) ইত্যাদি।

এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ও মনের অনিন্দ্রিয়ত্বই উপদিষ্ট হয়েছে।

---

[2] বৈদিক যজ্ঞসমূহে ইড়া ভক্ষণ এক অপরিহার্য অনুষ্ঠান ছিল। যজ্ঞে যে দ্রব্য আহুতি দেওয়া হত, অধ্বর্যুনামক ঋত্বিক্ তা ঘৃতসিক্ত করতেন ও তার একাংশ দেবতার উদ্দেশ্যে আহুনীয় নামক অগ্নিতে নিক্ষেপ করতেন। অবশিষ্ট অংশটির খন্ড খন্ড করা হত। তন্মধ্যে এক খন্ড বিশেষ যজ্ঞপাত্রে স্থাপিত হত। এই খন্ডের নাম ইড়া ও এই পাত্রবিশেষের নাম ইড়াপাত্র। এই পাত্রে খন্ডটুকু স্থাপিত করে অধ্বর্যু তা ধারণ করতেন ও হোতা নামক ঋত্বিক্ ঋক্মন্ত্রে ইড়া দেবতা আহ্বান করতেন। এর নাম ইড়োপাহ্বান। তারপর অধ্বর্যু, হোতা, অগ্নিধ্র ও ব্রহ্মা এই চারজন ঋত্বিকের সঙ্গে স্বয়ং যজমান ঐ হবিঃ শেষ ইড়া ভক্ষণ করতেন।

ইড়া দেবতা বাগ্দেবতার নামান্তর। প্রত্যেক যাগে প্রথম যজঃ আপ্রীমন্ত্র ঋচা দেবাঃ-এই ঋক্দ্বারা দেবগণকে প্রীত করা হয় এর দ্বারা একাদশ দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দান করতেন। ইড়া দেবতা এই একাদশ দেবতার মধ্যে অন্যতম।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে - দেবগণ বাগ্দেবতাকেও পাঠিয়ে গন্ধর্বগণকে ভূলগ্ন তাদের নিকট থেকে সোম আনয়ন করেন। বৈদিক সোম যজ্ঞে অনুষ্ঠান বিশেষের ঘটনার অনুরূপ অভিনয় দৃষ্ট হত। যজমান ঋত্বিক্গণ সহ যজ্ঞভূমির বহির্দেশে জনৈক পুরুষের নিকট থেকে একটি গাভী দিয়ে সোমলতা ক্রয় করতেন, পরে গাভীটাকেও নিয়ে আসতেন। আনীত সোমরসে যজ্ঞ হত ও সোমরসের অবশিষ্টাংশ যজমান ও ঋত্বিক্গণ পান করতেন। এই অনুষ্ঠানে রূপকচ্ছলে দেবগণের যজমান ও ঋত্বিক্গণ, গন্ধর্বের স্থলে জনৈক পুরুষ ও বাগ্দেবতার স্থলে গাভী হত। বাগ্দেবতা বা ইড়া যে এখানে গাভী দ্বারা সূচিত হতেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। সোম ক্রয় করা হয়ে গেলে গাভীর খুরচিহ্নে স্বর্ণ স্থাপন করে উচ্চারণে আহুতি প্রদান করা হত। সেই মন্ত্রে ঐ খুর-চিহ্ন "ইড়ায়াঃ পরম্" উল্লিখিত হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ইড়া, বাক্ ও গাভী তিনটি বলে পরিগৃহীত হত। মহাভারতের নিম্নলিখিত পংক্তিও এই ভাবের:-

"যোহধীতে চতুরো বেদান্ সর্বানাখ্যানপঞ্চমান্।" (নলোপাখ্যানম্ ৬/৯)

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed International Journal
(Fulfilled Suggests Parametres of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:6(2), June: 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

মনের ইন্দ্রিয়ত্বের স্বপক্ষে সিদ্ধান্তপক্ষীর যুক্তি:

পূর্বপক্ষীগণের মতানুসারে মনের অনিন্দ্রিয়ত্ব আলোচিত হয়েছে। এখন বলা আবশ্যক যে ন্যায়শাস্ত্রে মনকে ইন্দ্রিয়রূপে স্বীকার করা হয়েছে। কোন্ যুক্তিরবলে মনকে ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে এখন সেই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

মহর্ষি গৌতমোক্ত ন্যায়দর্শনে যে দ্বাদশ প্রমেয়পদার্থ স্বীকৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে ষষ্ঠ প্রমেয় হল মন। মন অন্তরিন্দ্রিয়। তাই মহর্ষিগৌতম মনেরই অন্য নাম বলেছেন অন্তঃকরণ। 'করণ' শব্দের অর্থ হল ইন্দ্রিয়। মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ বলবার হেতু কি? ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ১/১/১৬ সূত্রের ভূমিকাভাষ্যে বলেছেন, **স্মৃত্যনুমানাগম-সংশয়- প্রতিভা-স্বজ্ঞ-স্বপ্নজ্ঞানোহাঃ সুখাদি-প্রত্যক্ষমিচ্ছাদয়শ্চ মনসো লিঙ্গানি।**

উক্ত ভাষ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন স্পষ্টভাবে সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষের দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয় মনের অনুমান করেছেন। অতএব এইস্থলে অন্তরিন্দ্রিয় মনের সিদ্ধিতে অনুমাপক লিঙ্গ বা হেতু হয়েছে সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষ। ওই সকল প্রত্যক্ষের সাধনরূপেই অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় মন অনুমিত হয়। এখন সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

আলোচনার পারিপাট্য রক্ষার অনুরোধে প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, প্রত্যক্ষ কাকে বলে? ন্যায়শাস্ত্রে যে চতুর্বিধ প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল প্রত্যক্ষ প্রমার উৎপত্তিতে অন্যতম কারণ হলঃ **ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়**। উক্ত ইন্দ্রিয় জন্যজ্ঞানই প্রত্যক্ষ। যে কোন প্রত্যক্ষের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের কারণতা অনস্বীকার্য্য, ইন্দ্রিয়-ব্যতিরেকে কোন প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। মহর্ষিগৌতম এজন্যই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলেছেন,

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন... জ্ঞানম্ প্রত্যক্ষম্।। ১/১/৪

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মহর্ষিরকৃত সূত্রের তাৎপর্য বোঝাতে স্পষ্ট বলেছেন, **ইন্দ্রিয়স্যার্থেন সন্নিকর্ষাদুৎপদ্যতে যজ্জ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্।**

মহর্ষিগৌতম ঘ্রাণ রসন চক্ষুঃ ত্বক্ এবং শ্রোত্র এই পঞ্চবহিরিন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয় বলেছেন। কিন্তু তাঁর মতে, মনও ইন্দ্রিয়। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সূত্রে ইন্দ্রিয় শব্দের দ্বারা ষড়িন্দ্রিয়কেই বুঝতে হবে। প্রকৃতকথা এই যে, উক্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে তত্ত্বৎ ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষরূপ সম্বন্ধজন্য যে জ্ঞানোৎপত্তি হয় সেটিই প্রত্যক্ষ। তাই প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

অক্ষাণীন্দ্রিয়ানি, ঘ্রাণ-রসন-চক্ষুস্ত্বকং-শ্রোত্রমনাংসি ষট্।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক হল ইন্দ্রিয়। প্রাচীনগণ কার্যের চরমকারণকে করণ বলেন। তাঁদের মতে, প্রত্যক্ষপ্রমার করণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ। নব্যনৈয়ায়িকগণ ব্যাপারবিশিষ্ট কারণকে করণ বলেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে, সহকারীকারণসমূহের মধ্যে যে অসাধারণ কারণটি কোন ব্যাপারকে দ্বার করে কার্যের উৎপত্তি করে সেটি করণ। নব্যমতে প্রত্যক্ষ প্রমার করণ হল ইন্দ্রিয়। তাই নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকায় প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলেছেন- **ইন্দ্রিয়জন্যম্ জ্ঞানম্ প্রত্যক্ষম্।**

পূর্বোক্ত সমস্তকথা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন এবং নবীন মতে প্রত্যক্ষের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের কারণত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তাই বলা হচ্ছে যে, জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক হল ইন্দ্রিয়।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed International Journal
(Fulfilled Suggests Parametres of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:6(2), June: 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

এখন কথা এই যে, উক্ত প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ, চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়জন্য ঘট-পটাদি বাহ্যপ্রত্যক্ষ এবং সুখ-দুঃখাদি আন্তর বিষয়ের প্রত্যক্ষ। 'অহংসুখী', 'অহং দুঃখী', এইভাবে সুখ দুঃখাদির আন্তরবিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। প্রত্যক্ষ বলতে অপরোক্ষ অপরোক্ষ অনুভব বোঝায়। সুখ দুঃখাদির অপরোক্ষ অনুভব বা প্রত্যক্ষের উপপত্তি করবার জন্য সেই ক্ষেত্রেও একটি ইন্দ্রিয় স্বীকার করতে হবে। যেহেতু ইন্দ্রিয়-ব্যতিরেকে কোন প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। কিন্তু চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ করতে পারে না। অতএব আন্তর প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য একটি অন্তরিন্দ্রি করতে ইন্দ্রিয় স্বীকার হবে। সেই অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ হল মন। অতএব মনের অনিন্দ্রিয়ত্ব ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রে স্বীকৃত নয়।

মনের ইন্দ্রিয়ত্বের সমর্থনে নৈয়ায়িকগণ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির অবতারণা করতে পারেন। জ্ঞান দ্বিবিধ নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক। তন্মধ্যে সবিকল্পক জ্ঞান বলতে বোঝায় বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধ-অবগাহীজ্ঞান। 'ঘটমহম্ জানামি'-এইভাবে ঘট-পটাদি বিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ আমাদের অনুভবসিদ্ধ। সবিকল্পক জ্ঞানের এই মানস প্রত্যক্ষ অনুব্যবসায় নামে কথিত। এই অনুব্যবসায় উপপত্তি করবার জন্য মনকে ইন্দ্রিয় বলে স্বীকার করতে হবে।

প্রকৃতকথা এই যে মনের দ্বারা যেমন-সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ আত্মগত সবিকল্পক জ্ঞানেরও প্রত্যক্ষ হয়। সবিকল্পক জ্ঞানের ওই প্রত্যক্ষস্থলে ইন্দ্রিয়রূপে মন নিমিত্ত কারণ হয়। মনকে ইন্দ্রিয়রূপে স্বীকার না করলে অনুব্যবসায়ের ব্যাখ্যা হয় না।

সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন প্রাভাকর মীমাংসক, অদ্বৈতবৈদান্তিক প্রমুখ জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলে স্বীকার করেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ পরতঃ প্রকাশবাদী। বস্তুতঃ তাঁদের মতে, জগতের সমুদয় বস্তুই স্বাতিরিক্তপ্রকাশক প্রকাশ্য। অতএব কোন জ্ঞানও নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। অতএব জ্ঞানও স্বপ্রকাশ নয়। জ্ঞানটি স্ববিকল্পক হলে সেটি মানস প্রত্যক্ষগম্য হয়। ফলকথা এই যে, মনের দ্বারাই সবিকল্পক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়। এইভাবে উক্ত অনুব্যবসায়ের উপপত্তি করবার জন্য মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে স্বীকার করতে হবে।

মনের ইন্দ্রিয়ত্বসিদ্ধ করবার জন্য আরও একটি যুক্তি হল স্বাপ্ন জ্ঞান। স্বাপ্ন জ্ঞান একটি ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ। এ । এই প্রত্যক্ষ কখনওই বহিরিন্দ্রিয় জন্য হতে পারে না। ভ্রমাত্মিকা স্বাপ্নপ্রতীতির উপপত্তির জন্যও মনকে ইন্দ্রিয় বলে স্বীকার করতে হবে। চক্ষুরাদি হল ব্যবস্থিত বিষয়। কিন্তু স্বপ্নে যে রূপ-রস-শব্দাদির প্রত্যক্ষ হয়, সেই প্রত্যক্ষ কখনই বহিরিন্দ্রিয় জন্য হতে পারে না। অতএব স্বপ্নে রূপ-রস-শব্দাদির প্রত্যক্ষ অবশ্যই এক প্রকার মানস প্রত্যক্ষ। এই মানস প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য মনকে ইন্দ্রিয় বলতে হবে।

প্রশ্ন হবে স্বপ্নস্থলে যে রূপরসশব্দাদির মানস প্রত্যক্ষ হয়, সেটির উৎপত্তিতে সন্নিকর্ষ কি? সংযোগ, সংযুক্ত সমবায় প্রভৃতি কোন লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা পূর্বোক্ত মানস প্রত্যক্ষের উপপত্তি করা যায় না। স্বাপ্নজ্ঞানরূপ মানস প্রত্যক্ষের উৎপত্তিতে জ্ঞানলক্ষণ-সন্নিকর্ষ নামক একটি অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হবে। বহিরিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ স্থলে সংশ্লিষ্ট বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনস্ত্বাবচ্ছিন্ন মনের সংযোগ থাকে। মনের পূর্বোক্ত কোন বিষয়ব্যবস্থা না থাকায় স্বপ্নস্থলে মনের দ্বারা রূপ-রস-শব্দাদির বাহ্যবিষয়েরও জ্ঞানলক্ষণ-সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ হয়। স্বাপ্নস্থলীয় এহেন প্রত্যক্ষের করণরূপে অন্তরিন্দ্রিয় মন স্বীকার্য।

অন্তরিন্দ্রিয় মনের সাধক আরও একটি যুক্তি এখন বলবার অবকাশ ১/১/১৬ ন্যায়সূত্র ভাষ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন স্পষ্টই বলেছেন, **অন্তরিন্দ্রিয়নিমিত্তাঃ স্মৃত্যাদয়ঃ করণান্তরনিমিত্তা ভবিতুমর্হন্তীতি।**

ঘ্রাণাদি বহিরিন্দ্রিয় যে সমস্ত জ্ঞানের নিমিত্ত কারণ হতে পারে না। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল স্মৃতি। স্মৃতি প্রভৃতি জ্ঞান করণান্তর নিমিত্ত অর্থাৎ অন্যকোন ইন্দ্রিয়জন্য হতে পারে। জীবদেহে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় ভিন্ন মনরূপ অন্তরিন্দ্রিয় না থাকলে পূর্বোক্ত ওই স্মৃতি প্রভৃতি জ্ঞান সম্ভব নয়। সুতরাং উক্ত স্মৃতি প্রভৃতির দ্বারা অনুমান সিদ্ধ হয় যে, মন নামে একটি অন্তরিন্দ্রিয় আছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পূর্বে উল্লেখিত সূত্রভাষ্যে

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed International Journal
(Fulfilled Suggests Parametres of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:6(2), June: 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

সেই কথাই বলেছেন। তাছাড়া বা বাচস্পতিমিশ্রও উক্ত সূত্রের ভাষ্যের উপর বিরচিত তাৎপর্য টীকাতে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। এখন সংশ্লিষ্ট যুক্তির বিস্তারিত আলোচনা করা কর্তব্য।

ন্যায়মতে, বুদ্ধি বা জ্ঞান অনুভব ও স্মৃতিভেদে দ্বিবিধ। স্মৃতির প্রসিদ্ধ লক্ষণ হল-**"সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ।"** 'সংস্কার' শব্দের দ্বারা স্মৃতিস্থলে ভাবনা নামক সংস্কার বুঝতে হবে। পূর্বানুভূত বিষয়ের সবিকল্পকজ্ঞানটি ভাবনা নামক সংস্কারকে উৎপন্ন করে বিনষ্ট হয়। সেই ভাবনা নামক সংস্কারকে দ্বার করে পূর্বানুভব স্মৃতিজ্ঞানের উৎপত্তিতে কারণ হয়। এইভাবে আমাদের পূর্বানুভূত ঘট-পটাদি বিষয়ের ভাবনাখ্য সংস্কারজনিত যে জ্ঞান হয় তাকে বলা হয় স্মৃতি। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় এই স্মৃতিজ্ঞানের উৎপত্তিতে করণ হতে পারে না। স্মৃতি এমন একপ্রকার অনুভব ভিন্ন জ্ঞান যার উৎপত্তিতে বহিরিন্দ্রিয়ের করণতা স্বীকার্য্য নয়। ওইরূপ জ্ঞানের ব্যাখ্যা করতে গেলে স্বতন্ত্র একটি সাধন বা করণ স্বীকার করতে হয় সেই সাধন বা করণটিই হল অন্তরিন্দ্রিয় মন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ের স্মৃতিতে সমর্থ নয়, যেহেতু স্মৃত বিষয়টি স্মৃতিকালে সম্মুখে থাকে না। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় সম্মুখস্থ বিষয়কে গ্রহণ করতে সমর্থ। অতএব চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ভিন্ন একটি অন্তরিন্দ্রিয় না থাকলে পূর্বোক্ত ওই স্মৃতি সম্ভব নয়। সুতরাং উক্ত স্মৃতির দ্বারা অনুমান সিদ্ধ হয় যে, মন নামে একটি অন্তরিন্দ্রিয় আছে।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পূর্বোক্ত ভাষ্যে **"স্মৃত্যাদয়ঃ"**, পদের স্মৃতিভিন্ন অপর যে জ্ঞানের কথা বলেছেন সেটি হল প্রাতিভজ্ঞান। ওই জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদি নিরপেক্ষ এক প্রকার মানস জ্ঞান। 'প্রশস্তপাদভাষ্যে' বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদে প্রাতিভজ্ঞানকে আর্যজ্ঞান বলে উল্লেখ করেছেন এবং ওই প্রাতিভজ্ঞান যে কখন কখন সাধারণ ব্যক্তির হয় সেকথাও বলেছেন। কোন নারীর স্বামী প্রবাসী। তিনি বললেন, "আমার মন বলছে কাল তিনি আসবেন।" তার ওই জ্ঞান যথার্থ হলে ওই জ্ঞানকে বলা হবে প্রাতিভজ্ঞান।**'ন্যায়কন্দলী'** টীকায় শ্রীধর ভট্টাচার্য্য প্রতিভাকেই প্রাতিভজ্ঞান বলেছেন।

বস্তুতঃ যোগিগণের লৌকিক কোন কারণাপেক্ষা না করে কেবলমাত্র মনের দ্বারাই অতিদ্রুত যে এক প্রকার জ্ঞান জন্মায় সেটি হল প্রাতিভজ্ঞান। এই প্রাতিভজ্ঞানের ব্যাখ্যা করতে গেলে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত অন্তঃকরণ মন স্বীকার করতে হবে। মন যে প্রাতিভজ্ঞানের উৎপত্তিতে নিমিত্ত কারণ হয়, তদ্বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই; যেহেতু পূর্বোক্ত সমস্ত প্রাতিভজ্ঞানের ক্ষেত্রে সকলেরই অনুভব হয়- **"আমার মন বলছে"**।

প্রাতিভজ্ঞানের আলোচনায় এখন কথা বলা প্রয়োজন। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনের প্রণেতা। যোগদর্শনের তৃতীয় পাদের ৩৩ সংখক সূত্রে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন-**"প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বং"। (৩/৩৩)**

যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে সংশ্লিষ্ট স্থলে ওই প্রাতিভজ্ঞানকে 'তারক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যোগিগণের প্রতিভাজন্য জ্ঞান বিশেষই প্রাতিভজ্ঞান নামে যোগদর্শনে পরিচিত। ওই প্রাতিভজ্ঞানের উৎপত্তি হলেই যোগী সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। তবে শ্লোকবার্তিকে কুমারিলভট্ট প্রাতিভজ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, সর্ব্বজ্ঞ কেউই নয়।

সংশ্লিষ্ট স্থলে প্রাতিভজ্ঞান প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকের কথা এই যে, উক্ত প্রাতিভজ্ঞান মনের দ্বারাই সম্ভব। প্রাতিভজ্ঞান হল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ মানসজ্ঞানবিশেষ। সাধারণ মানুষ কিংবা যোগী যারই এই প্রকার প্রাতিভজ্ঞান হোক-না-কেন, সেই জ্ঞানটিকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ মানসজ্ঞান বলেই স্বীকার করতে হবে। মনরূপ অন্তরিন্দ্রিয় স্বীকার না করলে প্রাতিভজ্ঞানের ব্যাখ্যা হবে না।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed International Journal
(Fulfilled Suggests Parametres of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:6(2), June: 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ করবার জন্য নৈয়ায়িক আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির অবতারণা করতে পারেন। এই যুক্তির আলোচনায় ন্যায়দর্শনের ১/১/৪ সূত্রে গৌতমোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণ স্মরণ করা যেতে পারে। ন্যায়শাস্ত্রে যে চতুর্বিধ প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষই প্রথম এবং প্রধান। এই প্রত্যক্ষের লক্ষণ উপদেশ করতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম বলেছেন- **ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।**

'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে সেই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বিশেষহেতুক উৎপন্ন 'অব্যপদেশ্য' (অশাব্দ), 'অব্যভিচারী' (যথার্থ), 'ব্যবসায়াত্মক' (নিশ্চয়াত্মক) জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ উক্তরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যা করণ, তা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এখন কথা হল মহর্ষিকৃত প্রত্যক্ষলক্ষণের পরীক্ষা প্রকরণে পূর্বপক্ষীয় কিছু আপত্তি এবং সেই আপত্তির সমাধান পরিদৃষ্ট হয়। পূর্বপক্ষীর আপত্তি এই যে, মহর্ষি গৌতম ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজনিতজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলেছেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনঃসংযোগ না হলে ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষ করতে। সমর্থ হয় না।

এখন সমস্ত প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে বলা যেতে পারে। এখানে ইন্দ্রিয় বলতে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়কেই বুঝতে হবে। উক্ত বহিরিন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে মনের সংযোগ না থাকলে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ হতে পারে না। এখানে লক্ষণীয় যে, চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ নৈয়ায়িকেরও সম্মত। প্রত্যক্ষলক্ষণ পরীক্ষায় মহর্ষি গৌতম স্বয়ং সে কথা বোঝাতেই বলেছেন- **তদযৌগপদ্যলিঙ্গত্বাচ্চ ন মনসঃ। (২/১/২৫)**

সংশ্লিষ্ট সূত্রের ব্যাখ্যায় বক্তব্য এই যে, ন্যায়দর্শনের ১/১/১৬ সূত্রে মহর্ষি গৌতম মনের সাধক অনুমাপক লিঙ্গ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, একইক্ষণে চাক্ষুষাদি নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি মনের সাধক লিঙ্গ। এর দ্বারাই বোঝা যায় যে, ইন্দ্রিয় মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তিতে অন্যতম সহকারী কারণ হয়।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও বলেছেন যে, যুগপৎজ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের সাধক লিঙ্গ - একথা বললে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ যে মনঃসংযোগকে অপেক্ষা করেই প্রত্যক্ষের কারণ হয় সেকথাও বোঝা যায়।

এখন একটি বিশেষ কথা বলা প্রয়োজন। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ না হলে ওই সমস্ত ইন্দ্রিয় তৎতৎ গ্রাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ করতে পারে নয়া। কিন্তু এ সমস্ত কথার দ্বারা মনের অনিন্দ্রিয়ত্বও সিদ্ধ হয় নয়া। মনের বিশেষ এই যে মন সুখ, দুঃখাদি আত্মগত পদার্থের প্রত্যক্ষ স্থলে ইন্দ্রিয়ত্বধর্মাবচ্ছিন্ন হয়। এই তাৎপর্যেই বিশ্বনাথ ন্যায়সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী টীকায় ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষরূপে লক্ষণ দিয়ে লক্ষণান্তর্গত ইন্দ্রিয় পদের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট বলেছেন- **যত্র ইন্দ্রিয়ত্বরূপেন যস্মিন্ জ্ঞানে করণত্বম্।**

এখন বক্তব্য এই যে মন যখন চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়জন্য বাহ্যপ্রত্যক্ষ স্থলে ওই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হয়, তখন সেই স্থলে মন মনস্ত্ব ধর্মের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন হয়।

প্রকৃত কথা এই যে মনস্ত্বধর্মাবচ্ছিন্ন মনের সঙ্গে বাহ্যপ্রত্যক্ষ স্থলে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। ওইরূপ সংযোগ স্থলে দ্রব্যাত্মক মন অন্যতম সমবায়িকারণ হয়। সংযোগ একটি দ্বিনিষ্ঠ গুণ এবং সংযোগের আশ্রয় ইন্দ্রিয় ও মন সংযোগের উৎপত্তিতে সমবায়িকারণ হয়। ওইরূপ সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকধর্ম হল মনত্ব। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নৈয়ায়িকগণ কোনভাবে মনের অনিন্দ্রিয়ত্ব সমর্থন করেন না।

চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ না হলে যে বহিরিন্দ্রিয়গুলি সম্মুখস্থ বিষয়েরও প্রত্যক্ষ করতে পারে না সে কথা সুপ্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্রেও স্বীকৃত। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকা গ্রন্থে সপ্তম কারিকামাধ্যে অনুরূপ একটি বক্তব্য উপস্থিত করতে বলেছেন- **"মনোহনবস্থানাৎ"**।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed International Journal
(Fulfilled Suggests Parametres of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:6(2), June: 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

এখন ঈশ্বরকৃষ্ণের বক্তব্য ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

সাংখ্যসম্মত আধিবিদ্যক আলোচনায় দ্বৈতবাদ স্বীকৃত হয়েছে। দ্বৈতবাদী সাংখ্যের সম্মত তত্ত্ব হল দুটি প্রকৃতি বা মূলপ্রকৃতি এবং পুরুষ বা আত্মা। সাংখ্য নৈয়ায়িকের মতই জগৎ সত্যত্ববাদী। সাংখ্য মতে, বিচিত্র কার্যজগতের আবির্ভাবের মূল উপাদান কারণ হল প্রকৃতি বা প্রধান। এখন পূর্বপক্ষী আশংকা করেন যে সাংখ্য সম্মত দুটি তত্ত্ব প্রকৃতি এবং পুরুষ প্রত্যক্ষের অযোগ্য এজন্য আশংকা হয় যে, আকাশকুসুম, শশবিষাণাদির মতই ওইগুলিও অলীক। কিন্তু সাংখ্যাচার্য্যের ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে পূর্বপক্ষীর এই আশংকা অমূলক। অতিদূরত্বাদি জনিত কারণে বিদ্যমান বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হতে দেখা যায় না। যে সমস্ত কারণের জন্য বিদ্যমানদশাতেও বিষয় প্রত্যক্ষের অগোচর হয়, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল মনের অনবস্থান। ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রদত্ত এই যুক্তির ব্যাখ্যায় সাংখ্যতত্ত্বকৌমদি টীকায় বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন- **মনোঽনবস্থানাৎ-যথা কামাদ্যুপহতমনাঃ স্ফীতালোকমধ্যবর্তিনমিন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টমপ্যর্থং ন পশ্যতি।**

বাচস্পতি মিশ্রের প্রকৃত কথা এই যে, অন্যমনস্কতাবশতঃ সম্মুখে বিদ্যমান পদার্থেরও প্রত্যক্ষ হয় না। এহেন অন্যমনস্কতা দুইভাবে সম্ভব। মন যদি চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত না হয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাহলে অন্যমনস্কতা হয়। আবার মনের সঙ্গে যে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়া আবশ্যক সেটি না হয়ে যদি মনের সঙ্গে অন্য ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় তাহলেও অন্যমনস্কতা হয়। যেমন কাম, ক্রোধাদিবশতঃ মন যদি বিবশ হয়, তবে সেই ব্যক্তি উজ্জ্বলালোকস্থিত ঘটাদি বিষয় দেখতে পায় না। আবার যিনি অতি সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করছেন তাঁরও সমস্ত ঘটপটাদি বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। এই স্থলে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মনের সঙ্গে সংযোগ ব্যতিরেকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ সামর্থ্য নাই।

মনের ইন্দ্রিয়ত্বসম্পর্কিত আলোচনাপ্রসঙ্গে এখন শাংকর মতের কথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে। বাদরায়নকৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে মন বা অন্তঃকরণের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অন্তর্গত ৩২নং সূত্রে সূত্রকার বাদরায়ন বলেছেন-

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধি প্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বাঽন্যথা। ২/৩/৩২।।

পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করেছেন যে, বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ, যার প্রভাবে জীবের সংসার-বন্ধন হয়, সেই বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের অস্তিত্বে প্রমাণ কি? পূর্বপক্ষীর এহেন প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলেছেন যে, যে উপলব্ধি বা জ্ঞান কখন হয়, কখন হয় না তারই নিয়ামকরূপে অন্তঃকরণকে স্বীকার করতে হবে। তা যদি না হয়, তবে ইন্দ্রিয়সকলের নিজ নিজ বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকর্ষরূপ সম্বন্ধ হলে সকল বিষয়েরই যুগপৎ অর্থাৎ এককালে উপলব্ধি হবে। আরও কথা এই যে, একইকালে এক বিষয়ের উপলব্ধি হয়, অন্য বিষয়ের অনুপলব্ধি হয়, এমন কথা যারা বলেন, তাদের মতেও জ্ঞানোৎপাদক কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম কারণ অর্থাৎ আত্মা বা ইন্দ্রিয়ের নিয়ম জ্ঞানের উৎপত্তি সামর্থ্যে প্রতিবন্ধক বলে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এদুটির কোনটিই স্বীকার করা যায় না। অতএব অদ্বৈত মতেও বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ স্বীকার্য। এখন সমস্ত প্রসঙ্গটি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবার অবকাশ হয়েছে।

প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, আলোচ্যস্থলে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ শব্দটিকে মনের পর্যায় শব্দরূপেই ব্যবহার করা হয়েছে। সুপ্রাচীন সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধি বলতে প্রধান বা প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহৎতত্ত্বকে বোঝান হয়। ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রে জ্ঞান বা উপলব্ধি অর্থে প্রায়শ বুদ্ধি শব্দটি প্রযুক্ত হয় সেই ক্ষেত্রে জ্ঞানার্থক **'বুধ্'** ধাতুর উত্তর **'ক্তিন্'** প্রত্যয়যোগে **'বুদ্ধি'** শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞান, বুদ্ধি, উপলব্ধি প্রভৃতি যে পর্যায় শব্দ, সেকথা বোঝাতে মহর্ষি গৌতম ন্যায় দর্শনের **১/১/১৫** সূত্রে বলেছেন-

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed International Journal
(Fulfilled Suggests Parametres of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:6(2), June: 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

"বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিতি অনর্থান্তরম্"।

অর্থাৎ বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান যান প্রভৃতি হল পর্যায় শব্দ। সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায়শাস্ত্রে বুদ্ধি বলতে জ্ঞান বা উপলব্ধিকে বোঝায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা প্রয়োজন।

ন্যায়শাস্ত্রে মহর্ষি গৌতম স্বয়ং মন বা অন্তঃকরণ বোঝাতে বুদ্ধি শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। তিনি প্রবৃত্তির বিভাগ উপদেশ করতে গিয়ে সূত্রমধ্যে বুদ্ধি শব্দটিকে মন অর্থেই প্রয়োগ করেছেন। **"বুদ্ধ্যতে অনেন ইতি বুদ্ধিঃ"**-যার দ্বারা বোধ হয় সেটিই বুদ্ধি, এরূপ অর্থে বুদ্ধি শব্দটিকে মনের পর্যায় শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে মহর্ষির প্রকৃত বক্তব্য এই যে, প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম ত্রিবিধ-বাচিক, মানসিক এবং শারীরিক। মহর্ষিকৃত সূত্রটি নিম্নরূপ, -

"প্রবৃত্তির্ব্বাগ্ বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ"।

মহর্ষিকৃত সূত্রে বলা হয়েছে যে, বাচিক, মানসিক এবং শারীরিক শুভাশুভ কর্মই প্রবৃত্তি। এই সূত্রে যে বুদ্ধি শব্দের দ্বারা মনকেই বোঝান হয়েছে সে কথা বোঝাতে সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন,-

"মনোঽত্র বুদ্ধিরিত্যভিপ্রেতম্। বুধ্যতেঽনেনেতি বুদ্ধিঃ।"

এখন আরও বলা আবশ্যক যে, পূর্বোক্ত বুদ্ধি বা মনকেই ন্যায়শাস্ত্রে অন্তঃকরণ বলে স্বীকার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্থলে করণ বলতে প্রত্যক্ষসাধন ইন্দ্রিয়কে বোঝায়। অতএব অন্তঃকরণ শব্দে অন্তরিন্দ্রিয়কেই বোঝান হয়। এখানে অন্তারন্দ্রিয় বলতে নৈয়ায়িকগণ মনকেই বুঝে থাকেন। সুখ দুঃখাদি আত্মগত বিশেষ গুণের প্রত্যক্ষ অনস্বীকার্য। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। অতএব উক্ত প্রত্যক্ষের উপপত্তি করতে নৈয়ায়িকগণ অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় মন স্বীকার করেছেন। তবে একথাও বলা আবশ্যক যে, ন্যায়মতে মন কেবল অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় নয়, মনস্ত্বধর্মাবচ্ছিন্ন মন যেকোন জ্ঞানের উৎপত্তিতে সাধারণ কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু একইক্ষণে অর্থাৎ যুগপৎ দুটি জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। মহর্ষি গৌতম জ্ঞানের এই অযৌগপদ্যকে মনের অন্যতম অনুমাপক লিঙ্গরূপে নির্দেশ করে ১/১/১৬ ন্যায়সূত্রে বলেছেন,- **যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্ম্মনসো লিঙ্গম্।**

এখন বলা আবশ্যক যে, পূর্বে উদ্ধৃত ব্রহ্মসূত্রে এবং তৎভাষ্যেও অনুরূপ যুক্তির দ্বারাই মন বা অন্তঃকরণ সিদ্ধ করা হয়েছে।

এখন সংশ্লিষ্ট সূত্রের উপর বিরচিত শাংকরভাষ্য অবলম্বনে সমস্ত কথাই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবার অবকাশ হয়েছে। আচার্য্য শংকর উক্ত সূত্রের ভাষ্যে প্রথমেই বলেছেন, আত্মার উপাধিভূত অন্তঃকরণ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা নামে নানা উপনিষদে উদ্দিষ্ট হয়েছে। প্রশ্নোপনিষদে, মুন্ডকোপনিষদে এবং বৃহদারন্যকোপনিষদে আত্মার উপাধিভূত অন্তঃকরণ মন বলে কথিত হয়েছে। কঠকোপনিষদে এই অন্তঃকরণকেই বলা হয়েছে **বুদ্ধি**। তৈতিরীয়োপনিষদে এবং প্রশ্নোপনিষদে অন্তঃকরণকে **বিজ্ঞান** বলা হয়। প্রশ্নোপনিষদেই আবার অন্তঃকরণ বলতে **চিত্ত** শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু সর্বত্রই মন, বুদ্ধি প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আত্মার উপাধিভূত অন্তঃকরণকেই বোঝান হয়েছে। (**অন্তঃকরণ** :- প্রঃ ৪/৮, মুঃ ২/১/৩, বৃঃ ১/৫/৩, **বুদ্ধি** :- কঠ ৬/১০; বিজ্ঞান, অহঙ্কার:-, তৈঃ ২/৫/১, প্রঃ ৪/৮ এবং চিত্তঃ- প্রঃ ৪/৮)।

এখানে প্রশ্ন হবে একই অন্তঃকরণকে মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নানা নামে কেন নির্দেশ করা হয়েছে? এতদুত্তরে ভাষ্যকার শংকর বলেছেন, কোন কোন স্থলে বৃত্তিবিজ্ঞানের বিভাগ দ্বারা সংশয়াদিবৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণকে বলা হয়েছে মন। নিশ্চয়াদিবৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণকে বলা হয়েছে

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed International Journal
(Fulfilled Suggests Parametres of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:6(2), June: 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

বুদ্ধি। স্মৃতিপ্রধান অন্তঃকরণকে বলা হয়েছে চিত্ত। ফল কথা এই যে, আত্মার উপাধিভূত অন্তঃকরণ নানা নির্দিষ্ট হলেও অন্তঃকরণ যে আছে তদ্বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই। **তচ্চ এবম্ভুতম্ অন্তঃকরণম্ অবশ্যম্ অস্তি ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্।**

পূর্বোক্ত অন্তঃকরণকে স্বীকার করবার তাৎপর্য কি? তদুত্তরে ভাষ্যকার শংকর বললেন, অন্তঃকরণের অস্তিত্ব অস্বীকার করলে হয় নিত্যোপলব্ধি হবে অথবা নিত্যানুপলিব্ধ হবে। প্রকৃত কথা এই যে, উপলব্ধির কারণ ইন্দ্রিয়-বিষয় প্রভৃতি একত্র সমাবিষ্ট হলে অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এর সঙ্গে তৎ তৎ গ্রাহ্যবিষয়ের এককালে সম্বন্ধ হলে সমস্ত বিষয়েরই যুগপৎ জ্ঞান হবে। কারণ ঐস্থলে মন ভিন্ন জ্ঞানের অপরাপর কারণসমূহ উপস্থিত আছে। অন্যদিকে আরও কথা হল জ্ঞানের কারণসামাগ্রি একত্র সমাবিষ্ট হলেও যদি উপলব্ধিরূপ ফলে অভাব হয়, তাহলে কখনই কোন বিষয়ের জ্ঞান হবে না। অথচ এ দুটির কোনটিই স্বীকার করা যায় না। অন্তঃকরণের অস্তিত্ব মেনে নিতেই হবে। আচার্য্য শংকর পূর্বোলোচিত এই যুক্তি উপস্থাপিত করবার জন্যই সংশ্লিষ্ট সূত্রভাষ্যে বললেন, **'অন্যথা' হি অনভ্যুপগম্যমানে তস্মিন্ নিত্যোপলব্ধ্যনুলব্ধিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ।**

ভাষ্যকারের প্রকৃত কথা এই যে, কাদাচিৎকে উপলব্ধির ব্যাখ্যার জন্য অন্তঃকরণ স্বীকার করতেই হবে। এই স্থলে প্রণিধানযোগ্য যে অদ্বৈত বেদান্ত মতে, নির্বিষয়ে, নির্বিশেষ বিশুদ্ধজ্ঞান আত্মার স্বরূপ। এই জ্ঞান নিত্য অধিকারী পরমার্থতঃ সৎ। এই জ্ঞান স্বপ্রকাশ স্বরূপ বটে, যেহেতু এই জ্ঞানে অবেদ্য হওয়ার সত্ত্বেও অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্ব আছে। সংশ্লিষ্ট স্থলে যে জ্ঞান বা উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে সেটি হল বৃত্তিজ্ঞান। এই বৃত্তিজ্ঞানই কাদাচিৎক। তার কারণ হল এই জ্ঞান যেমন ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান প্রভৃতি কখনও থাকে কখনও থাকে না। তাই এই বৃত্তিজ্ঞান হল কার্যাত্মক, যেহেতু বৃত্তিজ্ঞান কার্যাত্মক, সেহেতু তার কারণ থাকবে। বৃত্তিজ্ঞানের কারণ হল চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, তৎতৎগ্রাহ্য রূপরসাদিবিষয় প্রভৃতি। পূর্বোক্ত যুক্তিতে একথাই বলা হয়েছে যে, উক্ত কাদাচিৎক উপলব্ধি বা বৃত্তিজ্ঞানের উৎপত্তিতে যদি কেবলমাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ তৎগ্রাহ্য বিষয় এবং তদীয় সম্বন্ধই কারণ হত, তবে হয় সর্বদা উপলব্ধি হত অথবা একেবারেই হত না। কিন্তু এদুটির কোনটিই হয় না। কেন হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরেই অন্তঃকরণকে অতিরিক্ত কারণ বলে স্বীকার করতে হবে।

পূর্বপক্ষী আশংকা করতে পারেন চন্দ্রকান্তমণিরূপ প্রতিবন্ধকের দ্বারা যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি নিবৃত্ত হয়, তেমনি জ্ঞানকারণসমূহের সমাবেশ হওয়ার সত্ত্বেও কোন প্রতিবন্ধক বশতঃ যদি উপলব্ধির অভাব হয়, তবে সেইক্ষেত্রে অন্তঃকরণ স্বীকার করবার অবকাশ থাকে না। কিন্তু ভাষ্যকার শংকর পূর্বপক্ষীর এরূপ বক্তব্য মানেন না। তিনি বলেন যে, আত্মার প্রতিবন্ধক সম্ভব নয়, যেহেতু আত্মা নির্গুণ নির্বিকার তত্ত্ব। অন্যদিকে ইন্দ্রিয়ের শক্তি প্রতিবন্ধও সম্ভব নয় কিছুক্ষণ আগে ও কিছুক্ষণ পরে যে সৎবস্তুর শক্তি প্রতিবন্ধ হয় নি হঠাৎ তার শক্তি বাধিত হতে পারে না। সুতরাং বৃত্তিজ্ঞান বা উপলব্ধির কাদাচিৎকত্ব নিয়ম ব্যাখ্যা করতে হলে মনকে স্বীকার করতেই হবে। এই স্থলে যে অনুমান প্রমাণের দ্বারা অন্তঃকরণ বা মন সিদ্ধ হল সেই অনুমানটিও উল্লেখ করা আবশ্যক। অনুমানটি নিম্নরূপ-

"অনুবুভূষা (-জানবার ইচ্ছা) সাশ্রয়া, গুণত্বাৎ রূপবৎ।"

পূর্বোক্ত অনুমানে অনুমাপক হেতু হয়েছে **গুণত্ব**। গুণমাত্র কোন-না-কোন দ্রব্যে আশ্রিত থাকে। যেমন-রূপ। জানবার ইচ্ছা একপ্রকার গুণ। অতএব সেই গুণও কোন একটি আশ্রয়ে থাকবে। সেই আশ্রয় হল **মন বা অন্তঃকরণ**।

এখানে লক্ষণীয় যে, ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্তে আত্মা দ্রব্যরূপেই স্বীকৃত হয়েছে। এই আত্মার একটি বিশেষ গুণ ইচ্ছা প্রভৃতি। কিন্তু অদ্বৈত মতে, আত্মা নির্গুণ নির্বিকার। অতএব ইচ্ছা প্রভৃতি সমস্তই হল অন্তঃকরণ বা মনের গুণ। তা যদি হয়, তবে জানবার ইচ্ছা রূপাদির মতই একটি গুণ হওয়ায় সেটি কোন একটি আশ্রয়ে থাকবে। সেই আশ্রয় হল অন্তঃকরণ বা মন।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed International Journal
(Fulfilled Suggests Parametres of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:6(2), June: 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

সংশ্লিষ্ট স্থলে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক। অনুমানের দ্বারাই যে কেবল অন্তঃকরণ সিদ্ধ হয়, এমন নয় তদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণও আছে।

শ্রুতিতেও বলা হয়েছে,

"অন্যত্রমনাঃ অভূবং ন অদর্শম্,

অন্যত্রমনাঃ অভূবং ন অশ্রৌষম্ ইতি,

মনসা হি এব পশ্যতি, মনসা শৃণোতি।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১/৫/৩)

পরিশেষে বলা যায়, ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্তে মনকে একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় হিসেবে স্বীকার করার পেছনে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও অকাট্য যুক্তি রয়েছে। ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষ মাত্রকেই ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। মহর্ষি বিশ্বনাথ তাঁর বিখ্যাত 'ন্যায়সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' টীকায় প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে স্পষ্ট বলেছেন— **"ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্"**।

এখন, এই প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান মূলত দুই প্রকার— বাহ্য এবং আন্তর। ঘট, পট প্রভৃতি বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ হলো বাহ্যপ্রত্যক্ষ, যা সম্পন্ন করতে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে, 'আমি সুখী' বা 'আমি দুঃখী'—এইভাবে সুখ-দুঃখাদি আন্তর পদার্থের প্রত্যক্ষ জগতের সমস্ত সংসারাবদ্ধ জীবমাত্রেরই হয়ে থাকে। যেহেতু সুখ-দুঃখ হলো জীবাত্মার কতিপয় বিশেষ আন্তর গুণ, তাই এই আন্তর প্রত্যক্ষের জন্যও একটি সাধন বা ইন্দ্রিয় স্বীকার করা অনিবার্য। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা যেহেতু এই আন্তর গুণের প্রত্যক্ষ কোনোভাবেই সম্ভব নয়, সেহেতু সুখাদির প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য একটি অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ স্বীকার করতেই হয়; আর সেই অন্তরিন্দ্রিয়ই হলো 'মন'।

এমনকি বাহ্যপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও মনের ভূমিকা অপরিসীম; বহিরিন্দ্রিয়ের সাথে মনের সংযোগ বা পরোক্ষ উপস্থিতি না থাকলে বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলোও কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সমর্থ হতে পারে না। সুতরাং, বাহ্য ও আন্তর উভয় প্রত্যক্ষের যৌক্তিক উপপত্তি এবং সামগ্রিক পারিপাট্য রক্ষায় মনকে একটি স্বতন্ত্র অন্তরিন্দ্রিয় হিসেবে গ্রহণ করাই ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মত সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ও অনবদ্য সিদ্ধান্ত।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) কর, গঙ্গাধর (১৪১৫ বঙ্গাব্দ)। তর্কভাষা। কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
(২) গোয়েন্দকা, জয়দয়াল (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (২০১১ খ্রীঃ)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। গোরক্ষপুর: গীতাপ্রেস।
(৩) গোস্বামী,নারায়ণচন্দ্র (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৪০৬ বঙ্গাব্দ)। সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।
(৪) চক্রবর্তী, ডঃ তপন কুমার (১৯৯৫ খ্রীঃ)। দর্শন মঞ্জরী। কলকাতা: পান্ডুলিপি।
(৫) চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ (২০০৪ খ্রীঃ)। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: দত্ত পাবলিশার্স।
(৬) তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ (২০০৩ খ্রীঃ)। ন্যায়দর্শন (১ম খন্ড)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।
(৭) তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ (২০০০ খ্রীঃ)। ন্যায়দর্শন (২য় খন্ড)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।
(৮) তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ (২০০০ খ্রীঃ)। ন্যায়দর্শন (৩য় খন্ড)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।
(৯) তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ (২০০৬ খ্রীঃ)। ন্যায় পরিচয়। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed International Journal
(Fulfilled Suggests Parametres of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:6(2), June: 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

(১০) ত্রিপাঠী, দিননাথ (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৯৮৪ খ্রীঃ)। আত্মতত্ত্ববিবেক (১ম খন্ড)। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

(১১) ত্রিপাঠী, দিননাথ (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৯৯০ খ্রীঃ)। মানমেয়োদয়ঃ। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

(১২) ঘোষাল, শরচ্চন্দ্র (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (২০০৪ খ্রীঃ)। বেদান্ত পরিভাষা। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।

(১৩) গম্ভীরানন্দ, স্বামী (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (৩য় ভাগ): বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।

(১৪) পাদাচার্য্য, প্রশস্ত (১৯৮৪ খ্রীঃ)। প্রশস্তপাদভাষ্য। দিল্লি/কলকাতা: শ্রীসদ্গুরু পাবলিশিং হাউস।

(১৫) পাল, বিপদভঞ্জন (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৪১৫ বঙ্গাব্দ)। বেদান্তসারঃ। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।

(১৬) ভিক্ষু, বিজানন (১৯২১ খ্রীঃ)। যোগসার সংগ্রহ। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ।

(১৭) ভট্টাচার্য, পঞ্চানন (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৯৭১ খ্রীঃ)। বেদান্তপরিভাষা। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।

(১৮) ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। সাংখ্যদর্শন। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

(১৯) ভট্টাচার্য, শ্রী মোহন (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৯৯৫ খ্রীঃ)। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

(২০) ভট্টাচার্য, সুখময় (২০০৬ খ্রীঃ)। পূর্বমীমাংসাদর্শন। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

(২১) ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র (১৯৭৩ খ্রীঃ)। প্রাচীনভারতীয় মনোবিদ্যা। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

(২২) মেধাচৈতন্য, ব্রহ্মচারী (১৪১৬ বঙ্গাব্দ)। বেদান্তসারের তিনটি টীকার বিশদ বঙ্গানুবাদ। হুগলি: দন্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম।

(২৪) রাহুল শংকর ত্যান (১৯৩২ খ্রীঃ)। বসুবন্ধুকৃত অভিধর্মকোষ। বারাণসী: কাশিবিদ্যাপীঠ।

(২৫) শ্যামসুখা, পূরণচাঁদ (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)। জৈন দর্শনের রূপরেখা। কলকাতা।

(২৬) সপ্ততীর্থ, ভূতনাথ (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)। মীমাংসাদর্শনম্ (১ম খন্ড)। কলকাতা: বসুমতি সাহিত্য মন্দির।

(২৭) সেন, ডঃ দেবব্রত (১৯৯২ খ্রীঃ)। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

(২৮) সুজুকি, ডি.টি. (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৯৫৯ খ্রীঃ)। লঙ্কাবতার সূত্র। লন্ডন: রুটলেজ এন্ড কিগানপাল।

```
<div class="bib-container">
    <div class="entry"><span class="author-name">কর, গঙ্গাধর</span> (১৪১৫
```